কল সেন্টার স্থাপন

আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন, বাংলাদেশের সহায়তায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত কল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে (নং-০৯৬৩৩১২৩১২৩) কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষকের উল্লিখিত বিষয়ে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে সকাল ১০-২টা পর্যন্ত (শুক্রবার ব্যতিত) পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চলছে।

ই-বুক

'ই-বুক' বা মাল্টিমিডিয়া বুকের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি এবং বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাদি একই সঙ্গে টেক্স, ভিডিও/এনিমেশন, অডিও সংমিশ্রণ থাকায় সব ধরণের সেবা গ্রহণকারী-রা খুব সহজেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে পারছেন। পাশাপাশি চাহিদা মোতাবেক প্রিন্টিং করেও কনটেন্ট সংরক্ষণ করার সুবিধাও রয়েছে। ওয়েবসাইটেও (reg.ais.gov.bd) এই ই-বুকগুলো আপলোড করা হয়েছে।

অনলাইন কৃষক টেলিভিশন

কৃষি তথ্য সার্ভিসের অনলাইনভিত্তিক কৃষক টেলিভিশন (আইপি টিভি) http://krishoktv.ais.gov.bd থেকে যে কোন ব্যক্তি কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারবেন।

কৃষি ইনফরমেশন বুথ (কিয়স্ক)

কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে একটি কিয়স্ক স্থাপন করা হয়েছে। টাচ স্ক্রিনের মাধ্যমে সহজেই এই বুথ (কিয়স্ক) থেকে কৃষিবিষয়ক অনলাইন/ অফলাইন কৃষি তথ্য পাবেন। প্রয়োজন হলে প্রিন্ট করে নিতে পারবেন।

ই-কৃষি বিষয়ক অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্যোগ

প্রতিষ্ঠান	উদ্যোগ
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	www.dae.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য, ফরম, যোগাযোগের ঠিকানা পাওয়া যাবে। তাছাড়া ০৯৬৬৬৭৭৬৬৫৫ নম্বরে শনি-বৃহঃবার সকাল ৯টা বিকাল ৫টা সময়ে ফোন করে কৃষি বিষয়ক পরামর্শ পাওয়া যায়।
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	বিএডিসি'র বীজ, সার সেচ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য www.badc.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	www.bari.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে বিএআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত, গবেষণা কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য জানা যাবে।
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	আধুনিক ধানের জাত ও চাষাবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে www.knowledgebank-brri.org ওয়েবসাইট একটি কার্যকর মাধ্যম।
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট	কোন জমিতে এবং কোন ফসলে কী পরিমাণ সার ব্যবহার করতে হবে তা জানতে www.frs-bd.com ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	www.dam.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে কৃষি বাজার বিষয়ক তথ্য পাওয়া যাবে।

গ্রন্থনা
কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ
তথ্য অফিসার (উদ্ভিদ সংরক্ষণ)
কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।

ডিজাইন
বাদল চন্দ্র সরকার

প্রকাশনা, প্রচারণা ও মুদ্রণে
কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ঢাকা

৩০ হাজার কপি, এপ্রিল ২০১৩

কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি

কৃষি তথ্য সার্ভিস
কৃষি মন্ত্রণালয়
www.ais.gov.bd

ভূমিকা

কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নত সেবায় তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান প্রসার সম্পর্কে আজ আর কারও অজানা নয়। আইসিটি বা তথ্যপ্রযুক্তি হচ্ছে এমন একটি কার্যকর ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম যার মাধ্যমে খুব সহজে, কম খরচে এবং দ্রুত যে কোন তথ্য বিশ্বের যে কোন প্রান্তে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, বিভিন্ন সফটওয়্যার এসব কিছুই তথ্যপ্রযুক্তির বাহন হিসেবে আমাদের নিত্যদিনের কাজকে করছে গতিশীল।

প্রযুক্তির এই ঢেউ আমাদের দেশেও এসে লেগেছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটছে। বিভিন্ন পরীক্ষার আবেদন ও ফলাফল, নানান ধরণের নাগরিক সেবা (যেমন-পাসপোর্ট করা, বিদেশি চাকরির আবেদন ইত্যাদি) এসব অনেক কাজেই তথ্যপ্রযুক্তির সফল ব্যবহার আমাদের দেশে চালু হয়েছে। তবে তথ্যপ্রযুক্তির এই ব্যবহারকে আরো বেগবান করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির অমিত শক্তিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে উন্নত দেশের কাতারে নিজেদের শামিল করতে হবে।

কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি বা ই-কৃষি

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার, প্রতি বছর প্রায় এক শতাংশ হারে কৃষি জমি কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণসহ নানাবিধ প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষকের কাছে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পৌঁছানো জরুরি।

প্রধাণত কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত একজন সম্প্রসারণকর্মীর পক্ষে বিশাল জনগোষ্ঠীকে সময়মতো ও চাহিদামাফিক তথ্য সেবা দান করা রীতিমতো অসম্ভব। তাছাড়া একজন মানুষের পক্ষে কৃষির নিত্য নতুন সব প্রযুক্তি, জাত, বাজার দর, আবহাওয়া সংবাদ ইত্যাদির হালনাগাদ তথ্য সবসময় মনে রাখাও সম্ভব নয়। অথচ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এসব কিছুই কৃষকের হাতের নাগালে ও সঠিক সময়ে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। অত্যন্ত আশার কথা, কৃষিবান্ধব এই সরকারের আন্তরিক উদ্যোগের ফলে তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়া কৃষিকে স্পর্শ করেছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপিত প্রায় ৪৫০০ ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র ও কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক স্থাপিত কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের কৃষক এখন কম্পিউটার চেনেন, ল্যাপটপেও হাত দিচ্ছেন, আর মোবাইল ফোন তো প্রায় সবারই কাছে। এসব যন্ত্রের ব্যবহারে যে খুব সহজেই ও দ্রুত কৃষির তথ্য পাওয়া যায় তা আমাদের কৃষকরা ইতোমধ্যেই জেনে গেছেন। সনাতন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের চেয়ে ই-কৃষি অর্থাৎ কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার যে অনেক কার্যকর এ বিষয়ে কৃষক বুঝতে শিখেছেন।

ই-কৃষি বাস্তবায়নে কৃষি তথ্য সার্ভিসের উদ্যোগ

কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, যার মূল কাজটি হল তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকসহ সবার কাছে কৃষি বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করা। প্রিন্ট মিডিয়া এবং বেতার ও টেলিভিশনের পাশাপাশি বর্তমানে উপকারভোগীদের কাছে আইসিটি মাধ্যমে তথ্য সেবা বিতরণ করা হচ্ছে। এ সংস্থার উল্লেখযোগ্য ই-কৃষি উদ্যোগগুলো হল :

কৃষি বিষয়ক সর্ববৃহৎ বাংলা ওয়েবসাইট নির্মাণ

এ ওয়েবসাইট থেকে (www.ais.gov.bd) কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য ছাড়াও কৃষি আবহাওয়া, বাজার তথ্য, সমসাময়িক প্রয়োজনীয় পরামর্শ, অডিও-ভিজ্যুয়াল সামগ্রী, অনলাইন প্রশ্নোত্তর বিবিধ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রতি মাসে গড়ে ৪৫০০ থেকে ৫০০০ জন ভিজিটর (বাংলাদেশ এবং বিদেশ থেকে) এ ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সেবা গ্রহণ করছেন।

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন

গ্রাম পর্যায়ে স্থাপিত এসব এআইসিসি'র মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এসব কেন্দ্রে প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় আইসিটি উপকরণ (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মডেম, ক্যামেরা ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছে। অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে প্রান্তিক জনগণের মাঝে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে। বর্তমানে ৯৫টি কেন্দ্র চালু রয়েছে, আরও ১৫০টি কেন্দ্র খুব অল্প সময়ের ভেতর স্থাপিত হবে।

কমিউনিটি রেডিও স্থাপন

এফএও এর সহায়তায় কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক বরগুনা জেলার আমতলীতে কমিউনিটি রেডিও ((কৃষি রেডিও, এফএম ৯৮.৮) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এলাকার জনগণ নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। তৃণমূল মানুষের তথ্য বিনিময়ে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

মোবাইলভিত্তিক কৃষি তথ্য সেবা প্রদান

মোবাইল ফোনের কৃষক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সম্প্রসারণকর্মীদের কাছে কৃষি তথ্যপ্রযুক্তি পৌঁছে দিতে কৃষি তথ্য সার্ভিস, অ২ও কর্মসূচি এবং বাংলালিংকের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে লক্ষ্যভিত্তিদের কাছে সময়োপযোগী তথ্য সেবা এসএমএস এর মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই এমএমএস, ভিএমএসসহ আরও কিছু সেবা কার্যক্রম চালু করা হবে।